Waterclap : Isaac Asimov

ওয়াটারক্ল্যাপ

স্টিফেন ডিমারেস্ট নীল অস্বচ্ছ বীভৎসভাবে সাজান আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অবচেতনভাবে তিনি সূর্যের দিকে তাকালেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটা ঢেকে না যাওয়ায় চোখ ব্যথা করল, তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। সব কিছু কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠেকল, কিছু ছাড়া ছাড়া ছবি, তবে সূর্য আর ছিল না।

তার মাথায় হোমারের ইলিয়াডের অ্যাজাক্সের প্রার্থনার কথা ভেসে উঠল। তারা যখন কুয়াশার মাঝে প্যাট্রোক্লাসের উপর যুদ্ধরত ছিল, অ্যাজাক্স বলে উঠেছিল, 'হে পরম প্রভু জিউস, অ্যাকিয়ানসদের তুমি এই কুয়াশা থেকে রক্ষা করো। আকাশকে পরিষ্কার করে দাও, আমাদের চোখ দ্বারা দেখার শক্তি দাও। আমাদেরকে তুমি আলোতেই মৃত্যু দিয়ো, কারণ তুমি এইভাবেই আমাদের মৃত্যু পছন্দ করো।'

ডিমারেস্ট ভাবলেন: আমাদের আলোর মাঝে মৃত্যু দিয়ো।

আমাদের পরিষ্কার চাঁদের আলোয় মৃত্যু দিয়ো, আকাশ যেখানে নরম কালো, যেখানে ঝলমল করে তারা, যেখানে পরিষ্কার আর পবিত্র মহাকাশ সব কিছু নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে।

এই হালকা ধূসর নীলের মাঝে নয়।

তিনি হঠাৎ কেঁপে উঠলেন। এটা আসলেই একটা শারীরিক ধাক্কা ছিল যা তার রোগা পাতলা দেহটাকে নাড়িয়ে দিল, তিনি কিছুটা বিরক্তি বোধ করলেন। যেন মারা যেতে বসেছিলেন, তিনি নিশ্চতভাবে ভাবলেন। কিন্তু এই মৃত্যুটা কোনো নীলের নিচে নয়, একটা কালোর নিচে, ভিন্ন রকমের এক কালো।

banglainternet.com

'কালোর জন্যে প্রস্তুত মিস্টার ডিমারেস্ট ?' তার ভাবনার উত্তর স্বরূপ যেন বলে উঠল ছোটোখাটো গড়নের শ্যামলা কোঁকড়া চুলো ফেরির পাইলট।

ডিমারেস্ট নড় করলেন। তিনি এত লম্বা যে সবার মাথার উপর দিয়ে তাকালেন, যা তিনি পৃথিবীবাসীদের সবার ক্ষেত্রে খাটান, কারণ তারা বেশ পাতলা আর খাটো চলেও খুব ছোটো ছোটো পা ফেলে ধীরে ধীরে। তিনি কিন্তু এখানে টের পান একটা অস্পর্শনীয় বন্ধন তাকে আটকে রাখে পা ফেলার সময়।

'আমি রেডি', তিনি বললেন। তিনি গভীর করে শ্বাস টানলেন, বারবার তাকালেন সূর্যের আশেপাশে। প্রায় সকালের আকাশ, ধুলোর মেঘে ঘোলাটে, তিনি জানেন এটা তাকে অন্ধ করে দেবে না। কিন্তু এও ভাবছেন এই দৃশ্য তিনি হয়তো আর দেখতে পারবেন না।

তিনি এর আগে কখনো বাথিস্কেপ দেখেননি। তিনি এটাকে সবকিছু মিলে একটা প্রোটো টাইপ ভাবলেন, যেন নিচের দিকে লম্বা সরু নৌকাসমেত একটা আয়তকার বেলুন। তিনি এমন ভাবতে লাগলেন, যেন এটা কোনো মহাকাশযান, যে পিছন দিয়ে আগুন বমি করে মাকড়সার মতো ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত তিনি বাথিস্কেপ সম্পর্কে যা ভেবেছেন তো আদৌ ঠিক নয়। ভিতরের দিকে এইটা হয়তো একটা প্লবমান থলে আর গোন্ডোলা, যা প্রকৌশলগত কারিশমায় এখন চকচকে হয়ে আছে।

'আমার নাম জাভান' বলল ফেরিচালক, 'ওমর জাভান'।

'জাভান ?'

'খুব অদ্ভুত লাগছে কি ? সামাজিকভাবে আমি ইরানিয়ান, রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃথিবীবাসী। আর একবার নিচে সেখানে নেমে গেলে, সেখানে কোনো নাগরিকত্ব নেই' বলে সে একটা চওড়া হাসি দিল। তার সাদা দাঁতের মাঝে মুখমণ্ডল বেশ কালো দেখাল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমরা এক মিনিটের মধ্যে যাত্রা শুরু করব, আপনি আমার একমাত্র যাত্রী তাই আশা করি আপনার ওজন এর জন্যে প্রস্তুত আছে।'

'হুঁ' ডিমারেস্ট শুষ্কভাবে বললেন, 'আমি যাতে অভ্যস্ত তার থেকে একশো পাউন্ড বেশি।'

'ও আপনি চাঁদ থেকে এসেছেন ? আমি ভেবেছিলাম আপনার এই অদ্ভুতভাবে হাঁটা নিয়ে, নিশ্চয়ই খুব একটা আরমাপ্রদ হচ্ছে না ?'

'তা ঠিক পুরোপুরি আরামের নয়, তবে আমি মানিয়ে নিতে পারছি। আমরা এর জন্যে শারীরিক কসরত করি।'

'আচ্ছা, উপরে উঠে আসুন, ' তিনি ডিমারেস্টকে সিঁড়ি বেয়ে নামার জন্যে পাশে সরে দাঁড়ালেন, 'আমি কখনো স্বেচ্ছায় চাঁদে যাব না।'

'তুমি তো সমুদ্রের নিচে গিয়েছ।'

'তা প্রায় পঞ্চাশবারের মতো, তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।'

ডিমারেস্ট উপরে উঠলেন। এটা অনেকটাই অপ্রশস্ত স্পেস মড্যুল-এর মতো, কিন্তু এতে তিনি তেমন কিছু মনে করলেন না।

তারা সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল, নীল আকাশটাকে মোটা কাচের ফাঁক দিয়ে কেমন সবুজ লাগছে। 'আপনাকে গাড়ির মতো ফিতা বাঁধার কথা ভাবতে হবে না। এটায় কোনো ত্বরণ নেই, তেলের মতো মসৃণভাবে যাবে। খুব বেশিও সময় লাগবে না, এই এক ঘন্টার মতো। ও আপনি এখানে ধূমপান করতে পারবেন না।' জাভান এক নাগারে বলে গেল।

'আমি ধূমপান করি না।'

'আশা করি আপনার ক্লাসট্রোফোরিয়া নেই।'

'চাঁদের মানুষদের ক্লাসট্রোফোরিয়া থাকতে নেই।'

'সবই খোলা—'

'না, আমাদের গুহায় নয়। আমরা বাস করি—' তিনি সঠিক বাক্য চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ, 'চাঁদের গভীরে, একশো ফুট নিচে।'

'একশো ফুট ?' পাইলটকে বেশ তৃপ্ত দেখাল, কিন্তু সে হাসল না। 'আমরা এখন নিচে যাচ্ছি।'

গোলাকার এই পিণ্ডের ভিতরে জাভান এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যেন যন্ত্রগুলো তার হাতের অংশ। 'আমি শেষ মিনিটে সব আবার দেখে নিতে চাই', বলে সে একটা বোতাম টিপল। 'যত শক্ত হবে চাপ, তত ভালোভাবে এটা লেগে যাবে। শেষ বারের মতো সূর্য দেখে নিন, মিস্টার ডিমারেস্ট।'

banglainternet.com

সূর্য আর তার মাঝে এখন পানি, তিনি দেখলেন, একটু চমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শেষ বারের মতো মানে ?'

'না মানে শেষ বলতে...এই যাত্রার জন্যে বলছিলাম আর কি ! আপনি তো এর আগে কখনো বাথিস্কোপে চড়েননি তাই না ?'

'না চড়ি নাই।'

'ভয় পাবার কিছু নেই। এটা একটা পানির মধ্যে চলা বেলুন মনে করুন। অনেক বেশি উন্নত। তবে কিছু ব্যাপারে এখনো গুন টানা নৌকার মতো, যখন পানির উপরিতলে থাকে আর কি ! কারণ তখন খামোকা শক্তি খরচ করে লাভ কী ? তাই মাদারশিপগুলো একে টেনে নিয়ে চলে সেখানে।'

জাভান কিছু কাজ করল বাথিস্কেপ ধীরে ধীরে পানিতে আরো তলিয়ে গেল।

'জন বারগেন আমাদের পানির নিচের প্রধান, আপনি তো তার সাথেই দেখা করতে যাচ্ছেন ?

'ঠিক তাই।'

'তিনি খুব ভালো মানুষ, তার স্ত্রী তার সাথেই থাকেন।'

'তাই ?'

'হ্যাঁ অবশ্যই নিচে অনেক মহিলাই থাকে, প্রায় ৫০-এর মতো হবে।'

ডিমারেস্ট এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'এটা কী নিরাপদ, কখনোই কিছু হয়নি ?'

'কী হতে পারে ? তিমি মাছগুলো ছাড়িয়ে একবার নিচে চলে গেলে কিছু সমস্যা হতে পারে না !'

ডিমারেস্ট ভ্রুকুটি করলেন, 'তিমি মাছ ?'

'হ্যাঁ কিছু তিমি মাছ আছে বটে, তবে, যাইহোক, এর দেয়াল অতটা শক্ত নয়, হবার প্রয়োজনও নেই, বোঝেন তো, প্লাবতার ব্যাপার আছে এটাকে নিচে নামাতে।'

চারদিক বেশ অন্ধকার ছিল। এমন না যে এটা মহাকাশের অন্ধকার, আরো গাঢ় অন্ধকার, নিরেট !

ডিমারেস্ট এবার রাগী স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা ঠিক করে বলেন, আপনাদের তিমি মাছের থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই,

তাহলে নিশ্চয়ই কোনো জায়ান্ট স্কুইড আসে ? এমন কি হয়নি কখনো ?'

'দেখুন—'

'না আপনি সরাসরি বলুন, আমি এটা প্রফেশনাল দৃষ্টি থেকে দেখছি, চাঁদে আমাকে প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করতে হয়, আমার জানা প্রয়োজন বাথিস্কেপ কীভাবে রক্ষা করে নিজেকে ?'

জাভান একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'না আসলে তেমন কখনো হয়নি, আর হবে আমরা তেমন আশাও করছি না।'

'আচ্ছা আপনাদের ফ্লাড লাইট নেই ? জ্বালানো যায় না ?'

'অবশ্যই আছে', বলে জাভান একটা সুইচে দিল, বাইরে জানালা দিয়ে এবার আলো দেখা গেল। কিছু প্রাণী দেখা গেল উপরের দিকে যাচ্ছে।

'আচ্ছা আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি নিচের দিকে নামছি না ?'

জাভান হাসল, 'না, যেতে পারতাম যদি আমি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন ব্যবহার করতাম, তবে এতে পাওয়ার নষ্ট হত। ব্যালাস্ট ব্যবহার করলে হত, আমি সেটা একটু পরে করব। যাইহোক মিস্টার ডিমারেস্ট, রিলাক্স, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

ডিমারেস্ট একটু আশ্বস্ত হলেন, 'আপনি একসাথে কতজনকে নামান ?'

'চার জনের মতো, দুটা জোড়া দিলে আরো বেশি, দশজনের মতো হয়ে যায়।'

'আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, সাগর-তলে বড় রকমের কোনো অগ্রগতি হতে পারে ?'

'অবশ্যই। কেন নয় ? দেখুন আমি মনে করি, মানুষ যদি কোথাও যেতে পারে, তার যাওয়া উচিত। উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে আমরা নিচের এই সম্পূর্ণ বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলেছি।'

'কিন্তু একবার ভাবুন, যদি সব হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় ? নিউক্লিয়ার ফিল্ড যদি কাজ না করে ? যদি কোনো প্লাবতা না থাকে ?'

'আসলে তেমন হলে কিছুই করার থাকবে না, তেমন হবার সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে !'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

'হুঁ', বললেন ডিমারেস্ট, '১৫ জন পুরুষ আর ৫ জন মহিলা মারা গেছেন। পুরুষ বলে চালিয়ে দেয়া একজনের বয়স ১৪ বছর। প্রতিরক্ষা প্রকৌশলীর এই ব্যাপারে আর কী বলার থাকতে পারে ?'

মাথা নাড়ল জাভান, 'হ্যাঁ'।

বাইরের সমুদ্রের পানির মতো ঘন একটা মোটা পরদা যেন দুজনের মাঝে এসে পড়ল। কীভাবে একজন একইসাথে ব্যথিত, হতাশ আর অন্যমনস্ক হতে পারে ? নীল-চাঁদ, অদ্ভুত নামের একটা ব্যাপার যা সমস্যা করত, কিন্তু এটা কখন আঘাত করত বোঝার কোনো উপায় ছিল না ! কতবার উল্কাপিণ্ড আঘাত করেছিল, কতোবার সেগুলো বিবর্তিত হয়েছে, ভেঙেছে অথবা শুষে নেয়া হয়েছে ? কতবার চন্দ্র-ভূকম্প কত ক্ষতি করেছে ? কতবার মানুষের ভুলের কারণে কত জান-মালের ক্ষতি হয়েছে আর তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে ? কতবার যে কত দুর্ঘটনা ঘটেছে ! আর যে দুর্ঘটনা ঘটেনি তার জন্যে তো কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় না। বিশজন প্রায় মারা গিয়েছিল—

ডিমারেস্ট বাইরে পানির জেটের যেন শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলেন, যা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তৈরি বাষ্প দিয়ে চলে। ডিউটোরিয়াম তাদের জ্বালানি, পানি তাদের মাধ্যম আর দুটোই প্রচুর পরিমাণে তাদের ঘিরে আছে।

জাভান জানাল, তড়িত চুম্বকীয়ভাবে এইসব নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ডিমারেস্ট বাইরের গভীর সাগরের প্রাণী দেখতে দেখতে ভাবলেন, বাড়ি থেকে তিনি কত দূরে !

'আমরা কীভাবে যাচ্ছি এখন ?'

স্ক্যাফি একটা ধাতব কিছুর সাথে লাগল, তার মানে তারা পৌঁছে গেছে সাগর তলের শহরে। তারপরে নীরবতা।

জাভান তার যন্ত্রপাতিতে মনোযোগী হয়ে পড়ল। 'চিন্তা করবেন না, দেরি হচ্ছে কারণ আমি সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছি। একটা তড়িত-চৌম্বকীয় সংযোগ আছে যা একটা বৃত্তীয় প্রবেশ দ্বারে থাকে। সেটা ঠিক মতো বসে থাকলে আমরা প্রবেশ করতে পারব এখন।'

'তারপর কী সেটা খুলে যাবে ?'

'তাই হত যদি বাইরের দিকে বাতাস থাকত, কিন্তু সেদিকে তা নেই। বাইরে সমুদ্রের পানি, সেটাকে বের করে দিতে হবে, তাহলে আমরা ঢুকতে পারব।'

ডিমারেস্ট কথাটা ভালোভাবে মনে রাখলেন। তিনি তার জীবনের শেষদিনে এখানে এসেছেন জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে, আর তার সাথে এর সম্পর্ক আছে, তাই কিছুই বাদে দেয়া যাবে না !

তিনি বললেন, 'কেন খামোখা আরেকটা ধাপ রাখা হল ? এয়ার-লক রাখলেই তো হত !'

'এটা আসলে সুরক্ষার খাতিরে করা। এই দরজার উভয়দিকে সমান চাপ বজায় রাখতে হবে, যেটা শুধুমাত্র যাতায়াতের সময় ব্যতিক্রম হয়। বুঝতেই পারছেন, সংযোগ, জোড়ামুখ সব মিলে পুরো ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে এই দরজা !'

ডিমারেস্ট বিড়বিড় করলেন, 'হুমম্', এখানে একটা ঘাটতি আছেই যার মাধ্যমে, যাইহোক ভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দেরি হচ্ছে কেন ?'

'পানি বের করে লক খালি করা হচ্ছে।'

'বাতাস দিয়ে ?'

'নাহ ! বাতাস এভাবে নষ্ট করার প্রশ্ন আসে না ! অনেক বাতাস লাগবে একে খালি করতে ! এখানে পানি আছে অঢেল, আমরা তাই বাষ্প ব্যবহার করি। বাষ্পকে গরম করে উপরের ঢাকনা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।'

'আরেকটা দুর্বল পয়েন্ট !'

'হুমম কিন্তু এটা একবারও ভুল করেনি এখনো ! তবে যখন দরজা খোলা থাকে, সমুদ্রের অনেক পানির চাপ, সেই প্রচণ্ড চাপ অনেক জোরে ঢুকতে চায়, খুব শব্দ হয়, আমি সাবধান করতে ভুলে যাই প্রায়ই !'

বলে জাভান হাঁটা শুরু করল স্ক্যাফিতে, ডিমারেস্ট অদ্ভুত একটা হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে হাঁটা শুরু করল।

জাভান ডিমারেস্টকে সাহায্য করছিল এগিয়ে যেতে অন্ধকার করিডোর দিয়ে, 'এখানে অন্ধকার রাখা আছে, আসলে আলোর কোনো প্রয়োজন নেই, খামোখা বিদ্যুত খরচ করে, তাছাড়া ফ্ল্যাস লাইট কেন তৈরি হয়েছে বলুন ?'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

ডিমারেস্ট একটা স্টেইনলেস মেটালিক দেয়া পথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, 'আচ্ছা চেম্বার তো পুরোপুরি খালি হয়নি !'

জাভান হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বাষ্প ব্যবহার করলে আসলে আপনি পুরোপুরি খালি করতে পারবেন না। সেই বাষ্পগুলো সব তো আর বের হয় না, যেগুলো থেকে যায়, তা সব ফোঁটা ফোঁটা পানি হয়ে থেকে যায়। আসুন ভিতরে !'

জন বারগেনের চেহারাটা ডিমারেস্টের কাছে খুব অপরিচিত লাগল না। চাঁদের অন্যান্য মান্য গণ্য নেতাদের পৃথিবীর পানির-নিচের শহরের এই প্রধান ব্যক্তিটিও বেশ পরিচিত !

জাভানের মতো বারগেনও পাতলা ও খাটো, চন্দ্রবাসীদের একেবারেই উল্টো ! চেহারাটা একটু ফরসা কিন্তু নাকটা একটু হেলান মনে হল। 'আমরা হয়তো আপনার যোগ্য আতিথেয়তা করতে পারব না, কিন্তু আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না। স্বাগতম, স্বাগতম !'

'ধন্যবাদ', ডিমারেস্ট হাসলেন না, কারণ তিনি আর শত্রুর সামনে উপস্থিত, যেহেতু শত্রু হাসছে তার মানে সেটা মেকি !

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হল, ডিমারেস্ট ভয় পেলে বারগেন আশ্বস্ত করলেন, 'বাথিস্কেপ খালি হবার ব্যাপার এইটা, ওয়াটারক্ল্যাপ এয়ারলকের সাথে। তবে ভয় পাবেন না আর হবে না এখন, এখানে খুব একটা অতিথি আসে না !'

ডিমারেস্ট ভাবলেন, তিনি যখন এখানে আসতে চেয়েছিলেন চাঁদ তাতে রাজি হয়নি, বলেছিল রাজনৈতিক-বিনিময় কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু তিনি জোর করে এখানে আসেন।

বারগেন বললেন, 'এর আগে আমাদের কেউ চাঁদে যায়নি বা তাদের কেউও এখানে আসেনি, আপনিই প্রথম।'

'ওহ তাহলে এটা তো ঐতিহাসিক মিলন', শ্লেষ নিয়ে বললেন ডিমারেস্ট।

'আপনি কি কিছু খাবেন ? নাকি খেয়ে এসেছেন ?'

'আচ্ছা আপনাদের এখানে সেনিটেরি ফ্যাসিলিটিজ কেমন ?'

'চাঁদের মতো রিসাইকেল করা হয় তানাহলে আমরা এগুলো বাইরে ছেড়ে দেই পাইপের মাধ্যমে, সমুদ্রের নিচে পাঠিয়ে দেই।'

'ও আচ্ছা !'

বারগেন বলা শুরু করলেন, 'আপনি চাইলে আপনাকে ঘুরে দেখাতে পারি, আমাদের এইখানে এমন ৫০টা ইউনিট আছে, কয়েক জেনারেশন ধরে তৈরি এটা। এটাকে আরো বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এর জন্যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন পিপিসি মানে প্ল্যানেট প্রজেক্ট কাউন্সিল থেকে টাকা বের করা একটা কঠিন কাজ।'

ডিমারেস্টও মনে মনে বেশ রেগে উঠলেন পিপিসির সাথে নিজেদের বিবাদের কথা ভেবে। বারগেন সে ব্যাপারে বলেই চললেন।

'আমরা কোনো নতুন ইউনিট যোগ করতে গেলে চাপ ঠিক রেখে নতুন ধাতুর চেম্বার যোগ করি, বুঝতেই পারছেন অতিরিক্ত সাবধানতা !' তিনি লাইব্রেরিতে কী কী কম্পিউটারাইজড্ করে রেখেছেন তার কথা বলে চললেন। হঠাৎ কারো মেয়েলী গলার শব্দে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল, 'জন আমি কি ভিতরে আসতে পারি ?'

ডিমারেস্ট পিছনে ফিরে তাকালেন, জন বলল, 'আনেতি ! এসো এসো, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, ইনি লুনা সিটি থেকে এসেছেন মিস্টার ডিমারেস্ট। আর আনেতি আমার স্ত্রী।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মিসেস বারগেন !' ডিমারেস্ট ভালো করে লক্ষ করছেন তাকে।

কোনো মেক-আপ নেয়নি, বয়স ৩০-এর মতো, মোটামুটি আকর্ষণীয়া বলা যায়। তিনি ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তাকে—

'জ্বী মিস্টার ডিমারেস্ট, আমি প্রেগন্যান্ট, দুই মাস পর ডেলিভারি ডেট !'

'ও আচ্ছা মিস্টার বারগেন কতজন মহিলা আছে এতে ?'

'৯ জন, সবাই বিবাহিত।'

বারগেন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী আবার খুব নারীবাদী, তার শখ, সে এখানে প্রথম শিশুর জন্ম দেবে যে কিনা সাগরতলের জন্মসূত্রে নাগরিক হবে।'

আনাতি বললেন, 'ঠিক তাই, বলুন আপনাদের চাঁদে কি শিশুর জন্ম হয় না ? সেরকমই একটা ব্যাপার ! আর তাছাড়া মানুষ তো

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

এইখানে বসবাস করতে যাচ্ছে সব সময়ের জন্যে, তাই শুরুটা এভাবেই হোক।'

তারা সবাই আবার ইউনিটে এসে পড়ে, আনাতি বলে উঠে, 'তো মিস্টার ডিমারেস্ট আপনি কী ভাবছেন আমাদের ব্যাপারে ?'

'দেখুন মিসেস বারগেন, আমি একজন সিকিউরিটি প্রকৌশলী, সে হিসেবে আমার দেখতে আসা। চাঁদে ছোটোখাটো ভুল হয় না তা না, কিন্তু মানুষ তো একবারে সঠিক না, তাই যন্ত্রের হাতে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়। যাই হোক চাঁদে, প্রায় ৯৭২ লোকের বসবাস। কিন্তু আমাদের বসবাস এখন হুমকির সম্মুখীন। আমাদের সবসময় নির্ভর করতে হয় পৃথিবীর উপর, পিপিসি যদি কিছু অকাজের ক্ষুদ্র কাজে অর্থ ব্যয় না করত—'

বারগেন বললন, 'ও আমাদেরও তো একী ব্যাপার, যেকোনো প্রজেক্টে টাকা লাগে, আর আমরা সেটা আপাতত পাচ্ছি, কিন্তু তা যথেষ্ট অপ্রতুল।'

'দেখুন মিস্টার ডিমারেস্ট, পৃথিবীর জায়গা কমে আসছে, তাই আমাদের বাসস্থান খুঁজতে হচ্ছে অনেক, সেজন্য মহাকাশ বা সাগর তলায়ও আসতে হয়েছে, কিন্তু তা পৃথিবীর টাকার প্রয়োজন মেটার পরে, আমরা পাই !' বললেন আনাতি।

খাবার আনার কথা বলায় ডিমারেস্ট এত কম লোক কেন চারদিকে জিজ্ঞেস করলেন। বারগেন বললেন বেশির ভাগই ব্যস্ত নচেৎ ঘুমাচ্ছে।

আনাতি খাবার আনতে গেলে ডিমারেস্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা প্রতি ইউনিটের মাঝের যে দরজা বা দেয়াল, সেটা কি খুব দুর্বল না ? যদি কোনো কারণে একটা ইউনিট ফুটো হয়ে যায় !'

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না উল্কাপিণ্ড এইখানে আঘাত হানে ! হা হা।'

'না আসলে চাঁদে, কোনো একটা ইউনিট ধ্বংস হয়ে গেলে অন্যগুলো তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, পাশেরটায় সেটা আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না !'

'তাত্ত্বিকভাবে এই ধরনের ঘটনা হবার সম্ভাবনা খুব কম এখানে। এখানে বাইরের কিছু আঘাত করে না, আর ভূমিকম্প হলেও কিছু যায়

আসে না কারণ আমাদের এই শহর-শিপ সাগরতলের মাটির সাথে কোনো স্পর্শ নেই। এর চারদিকেই পানি, তাই তেমন কিছু ঘটবে বলে আমরা মনে করি না !'

'তারপরেও যদি হয় ?'

'তারপরেও যদি হয়, আমাদের কিছুই করার থাকবে না। চাঁদের ব্যাপারটা আলাদা, সেখানে বাইরের সাথে ভিতরের বায়ুচাপের পার্থক্য তেমন বেশি না যতটা সাগর তলে। বাইরের পানির চাপ আর ভিতরের এই বাতাসের চাপের যে তারতম্য তাতে একটা মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যাবে। ইচ্ছা করলে তেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া যায় কিন্তু আবার পিপিসি থেকে টাকা নেবার ঝামেলা বুঝেনই তো !'

দুজনে যখন ইতস্তত করছিল কী বলবে, তখন খাবার নিয়ে প্রবেশ করল আনাতি, 'আশা করি আমাদের সাদামাটা খাবার মেনু আপনার খারাপ লাগবে না মিস্টার ডিমারেস্ট।' ডিমারেস্ট হেসে তার ট্রে নিলেন, 'আমরাও এমনই খাই চাঁদে, তবে নিজেদের কিছু খাবার উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।'

'তা নিশ্চয়ই ভালো হবে পরে একসময়', বললেন বারগেন।

'আচ্ছা আপনাদের এয়ার-লক এন্ট্রি সেটা কতটা নিরাপদ ?'

'সত্যি বলতে কী সেটা আমাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।'

'সেটাই ভাবছিলাম, আপনাদের বাইরের লক যদি খুলে যায় এভাবে, ভিতরে কোনো প্রাণী বা বড় পাথর ঢুকে পড়লে ?'

'সেটা ঢুকলে আসলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের লক বিশেষ করে ভিতরেরটা যথেষ্ট শক্তিশালী। আসলে হয়কি, প্রথমে, বাইরের লক খোলার আগে ভিতরে আমরা বাষ্প তৈরি করে রাখি প্রচণ্ডচাপ সৃষ্টি করার জন্যে। বাইরের চাপের সমান হলে বাইরের লক খুলে দেই। তারপর বাইরের থেকে স্ক্যাফি প্রবেশ করলে বাইরেরটা বন্ধ করি আর ভিতরের পানি বাইরে ফেলে দেই তারপরে ভিতরের লক খুলি। কিন্তু তারপরেও একটা প্রচণ্ড চাপ আসে, ওয়াটারক্ল্যাপ বলি আমরা, ভিতরের লকে, কিন্তু তা যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভিতরেরটা, কারণ বাইরে পরে চাপটা ভিতরেই আসে, কোনো কারণে বাইরেরটায় সমস্যা হলে আমরা যেন মেরামতের সময় পাই !'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

'যদি কোনো কারণে দুটোই কাজ না করে ?'

'তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না, কিন্তু এতটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে !'

'আচ্ছা মিস্টার বারগেন আপনাদের সব তো এখন অটোমেটিক, যদি কোনো কারণে কোনোটা কাজ না করে তখন তো আপনারা সব এখানে আটকা পড়বেন ?'

'আসলে ঠিক তা না আমাদের কিছু মেন্যুয়াল কন্ট্রোল এখনো আছে, এইটা তৈরির প্রথম দিকে ব্যবহৃত হত। ওই যে পাতলা স্বচ্ছ ভঙ্গুর পাতের পিছনে।'

'এটা কী এখানো ঠিক আছে ? বিশ বছর ধরে ব্যবহার করা হয় না !'

'না আমরা সব সময় দেখে রাখি প্রতি সপ্তাহে, সব ঠিক আছে। আসলে সবকিছু যেমন সিগন্যাল, লাইট, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, দেখলেন আপনাদের চাঁদের শহরের ব্যাপারেও আমরা সমান আগ্রহী, আশা করি আপনি আমাদের কাউকে আমন্ত্রণ জানাবেন আপনাদের ঐখানে !'

'তা তো অবশ্যই !'

বারগেন এবার বললেন, 'আপনাদের আসলে অনেক সুবিধা, বিশেষ করে যে কোনো ইনটেরিওর ডিজাইন করতে পারেন, আমাদের সে সুবিধা নেই। উইলিয়াম বীবে যখন ১৯৩০ তে এই ধরনের একটা ডিজাইন করে তা ছিল সিলিন্ডারের মতো, পরে সিদ্ধান্ত হয় সব গোলাকার হবে, কারণ সেটাই ভালোভাবে চাপ সামলাতে পারে ! আর এই ডিজাইন কে বলেছেন জানেন ? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট !'

ডিমারেস্ট শুনতে আর আগ্রহ বোধ করলেন না, তিনি আবার তার কথায় ফিরে গেলেন, 'যাই হোক চাঁদ আর আপনাদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এটা ধীরে ধীরে অনেক বড় হচ্ছে, তারপরেও।'

'তারপরেও।'

'তারপরেও এটি সাগরের একটি অংশ, সাগর আবার পৃথিবীর একটি অংশ, এটা নিচে অবস্থিত। আর আমাদেরটা আকাশে, চাঁদ, আমাদের সীমা সীমাহীন, আমরা গ্রহ থেকে অন্য গ্রহ বা গ্যালাক্সিতে

যাবার জন্যে দরজা স্বরূপ, এবার বলুন আর কোথায় যাবেন ? পৃথিবী থেকে তো আর বের হতে পারবেন না !'

'আপনি তুলনায় যাচ্ছেন কেন ?' আনাতি বললেন।

বারগেন একটু রেগে বললেন, 'দেখুন হতে পারে আমরা ছোট একটা অংশ, কিন্তু তারপরেও আমরাই দিচ্ছি মানব সমাজকে পুরো পৃথিবী জয় করতে !'

'নাহ দূষিত করতে !' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ডিমারেস্ট, 'দেখুন পৃথিবী জন বাহুল্যে জর্জরিত, এর উচিত উপরের দিকে মহাকাশে বিস্তারিত হওয়া !'

'উপরে কোথায় ? সব তো প্রায় মৃত !' বললেন আনাতি।

'না, চাঁদ এখনো জীবিত আছে, আর আপনারা যদি চান, তাহলে আমরা তারা পর্যন্ত জয় করতে পারব, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, স্পেস ক্যাপসুল এ থাকার !'

বারগেন এবার চমকে উঠলেন, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমরা চাইলে মানে ?'

'সমস্যা অন্য জায়গায়। আপনি ভালো করেই জানেন, পিপিসি মাঝখানে এসে বাধা দেবে। যেমন আপনার স্ত্রী তো এখনি বললেন সাগর জীবিত আর আমাদের চাঁদ মৃত ! আপনারা খুব কাছে পৃথিবীর সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা যেখানে আমরা কত দূরে, তিন দিন লাগে আসতে !'

'আপনাদের নিরাপত্তা ভালো, আর আমাদের দুর্ভাগ্য শুধু লেগেই আছে !'

'এটা তো সব জায়গায় হতে পারে !'

'কিন্তু এটা আমাদের প্রতি বিশ্বাস উঠিয়ে দেবে পিপিসির, বলবে চাঁদ বিপজ্জনক তাই সেখানে স্থাপনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে তারা !'

'কিন্তু আমাদের সবার জন্যেই প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চয়ই আছে।'

'না নেই। তারা আমাদের স্ব-নির্ভর হবার জন্যেও প্রয়োজনীয় টাকা খাটায় না ! কিন্তু তারা আপনাদের এখানে আরো দিতে পারবে যদি আমাদের দেয়া বন্ধ করে, এখন আপনারা খুব ভালোভাবেই সব অর্থ পাবেন যদি আমাদেরকে পিপিসি সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়।'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

'আপনার কি মনে হয় এমন হবে ?'

'আমি নিশ্চিত ! যদি না আপনারা আমাদের কথা ভেবে তাদের এটা বোঝাতে পারেন, যদি আপনারা তাদের অতিরিক্ত অর্থ নিতে অস্বীকৃতি জানান ! এর জন্যে আপনাদের আলাদা হতে হবে না শুধু তাদের বোঝাতে হবে, মহাকাশই ভবিষ্যৎ মানুষের ঠিকানা, চাঁদে প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা নিলেই তা একমাত্র সম্ভব !'

বারগেন তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, আনাতি রাগান্বিতভাবে মাথা নাড়লেন ! বারগেন এবার বললেন, 'দেখুন মিস্টার ডিমারেস্ট আপনি মনে হয় পিপিসি নিয়ে একটা ইচ্ছেমতো কল্পনা করে যাচ্ছেন। আর আমি বললেই হবে এটা আপনাকে কে বলল ? এটা অর্থনীতি আর জনমতের একটা ব্যাপার ! আর আপনি খামোখা চিন্তা করছেন এই ব্যাপারে। চাঁদের জন্যে বরাদ্দ অর্থ কমবে না কখনো, বিশ্বাস করুন আমি বলছি, এখন এটা নিয়ে আর কথা না বলি।'

'না না, আপনি যদি রাজি না থাকেন, তাহলে ওসেন-ডিপসে যেভাবে হোক থামাতে হবে !'

এবার বারগেন রেগে গেলেন, 'দেখুন আপনি কি সত্যি চাঁদের কোনো মিশন নিয়ে এসেছেন নাকি নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে এসব বলছেন ?'

'নিজেই বলছি, তো তাতে কী ?'

'দেখুন মিস্টার ডিমারেস্ট আমাদের আলোচনা খারাপ মোড় নিচ্ছে, এখনো শেষ স্ক্যাফিটা উপরে যাওয়া বাকি, আপনি যেতে পারেন তাতে !'

'নাহ এখনো সময় হয়নি', অদ্ভুতভাবে হেসে চেয়ারটা নিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন ডিমারেস্ট।

চাঁদে তিনি বলে এসেছিলেন, ওসেন-ডিপে আলোচনা করে কোনো লাভ হবে না, টাকার জন্যে কুকুরে কুকুরে মারামারির মতো একটা ব্যাপার হবে সব। কিন্তু তারপরেও কোনো কিছুর বিনিময়েই চাঁদকে ছাড়া যাবে না !

ডিমারেস্ট বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন, তিনি তার অসঙ্গতিপূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছিলেন। আনাতি উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনি কী অসুস্থবোধ করছেন ?'

ডিমারেস্ট জোরের সাথে বললেন, 'না আমি অসুস্থ নই, আমি একজন নিরাপত্তা প্রকৌশলী আর আমি আপনাদের সে ব্যাপারে কিছু জ্ঞান দেব এখন। বসে পড়ুন মিসেস বারগেন !'

'তুমি বসো, আমি এর ব্যবস্থা নিচ্ছি !' বলে এগোলেন বারগেন, কিন্তু ডিমারেস্ট তাকে থামিয়ে দিলেন, 'আপনিও একপাও এগোবেন না ! আপনারা মনুষ্য নিরাপত্তার বিষয়টি একদম ভাবেননি, শুধু সমুদ্র আর যান্ত্রিক নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেছেন, আপনারা পরিদর্শকদের চেক করেন না ! আমি অস্ত্র এনেছি মিস্টার বারগেন !'

বেশ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডিমারেস্ট, তিনি জানেন তিনি শেষ ধাপে পৌঁছে গেছেন, ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই এখান থেকে।

আনাতির চোখ বিস্ফারিত, তিনি বারগেনের জামার হাতা খামছে ধরলেন, বারগেন তাকে অভয় দিলেন, ডিমারেস্টকে বললেন, 'অস্ত্র ? তাই ? আচ্ছা ধীরে, বলুন আপনি কী চান ? এ ব্যাপারে কথা বলতে ? ঠিক আছে বলব !'

'এটা একটা লেজার বিম, যা আপনার ওসেন-ডিপ ধ্বংস করে দেবে !'

'না, আপনি সেটা করতে পারেন না, কারণ আপনি ভালো করেই জানেন এই দেয়াল ফুটো করতে যে পরিমাণ সময় আর শক্তি দরকার তা আপনার ওই ছোটো লেজার গানে নেই !'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে যতটা ভাবছেন এটা অতটা দুর্বল নয়, যাইহোক, ছোটো কাজ হিসেবে আপনাদের দুজনকে মেরে ফেলা জন্যে কোনো ব্যাপার না !'

'আপনি আমাদের মারবেন, কারণ ? আপনার কাছে এর পিছে কোনো কারণ নেই !'

'আপনি যদি আমাকে কারণহীন, উন্মাদ মনে করেন তাহলে আপনি ভুল করবেন, আমি দরকারে আপনাকে মারবই !'

'আপনি কেন মারবেন বলুন ? আমি ওসেন-ডিপের ফান্ড নিতে অস্বীকৃতি জানাব না এজন্যে ? কিন্তু এটা আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়, আর তাছাড়া পৃথিবীতে এর প্রতিক্রিয়া কী হবে একবার ভেবে দেখুন !'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

আনাতি বেশ জোরের সাথে প্রতিবাদ জানাল, 'তাছাড়া আপনি তো জানেন জেনেটিক্যাল এক্সপার্টরা সন্দেহ করে, চাঁদের মানুষদের দুর্বল হাড়-পাজরের সাথে তাদের অদ্ভুত মানসিকতার সৃষ্টি হতে পারে, এই জন্যে আগে পাগলাটেদের, "লুনাটিক" বলত।'

'আপনি এইভাবে আমাদের মারতে পারেন না, একবার ভেবে দেখুন এতে কিন্তু আপনাদের ক্ষতি হবে বেশি, এমনকি চাঁদের সব ফান্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে !' বললেন বারগেন।

'কিন্তু তারা জানবে না যে এটা হত্যা, তারা বুঝবে এটা একটা দুর্ঘটনা বিশেষ !' বলে ডিমারেস্ট পিছিয়ে গিয়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিক লেয়ারটা ভেঙে ম্যানুয়াল কন্ট্রলটার দিকে ইঙ্গিত করলেন !

'আপনার উদ্দেশ্যটা কী ?'

'খুব সহজ, তাপ দিয়ে পাম্প করা হবে এখন, তারপর বাষ্প তা খালি করবে, একটু পরে এয়ার-লক ওপেন হবে, তখন ওই লাল বাতিগুলো জ্বলবে !'

'আপনি কী তাহলে', বারগেন ভয়ার্তভাবে বলে উঠলেন।

'কেন জিজ্ঞেস করছেন ? আপনি তো জানেনই, আমি তো এমনি এমনি এত দূর আসিনি !'

'কিন্তু কেন ? বলুন কেন ?'

'কারণ, এতে এটা একটা দুর্ঘটনা রূপে দেখা হবে, পিপিসি নতুন করে ওসেন-ডিপ বানানোর কথা ভাববেন, মুখ ঘুরিয়ে নেবে এই প্রজেক্ট থেকে, আর আমরা পাব পুরোপুরি ফান্ড, আর সভ্যতার উন্নতির জন্যে আমরাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় !'

আনাতি কোনো মতে বলল, 'কিন্তু এতে তো আপনিও মারা যাবেন !'

'জ্বী, আমি জানি, কিন্তু এটা করার পর আমার মরা ছাড়া গতি নেই, আমি তো আর খুনি নই !'

'আপনি এই ইউনিট ধ্বংসের সাথে সাথে পুরো ওসেন-ডিপ শেষ করে দেবেন, মারা যাবে সবাই, এমনকি মহিলা শিশুরাও !'

'আমি যখন আসি আমি জানতাম না তারা থাকবে, আর এখন যখন আছে, আমার কিছু করার নেই, আমাকে আমার কাজ করতেই হবে !'

'কিন্তু', বারগেন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তারা টের পাবে, যখন দেখবে আপনার লেজার গান, আর ভাঙা কন্ট্রল।'

বিদ্রুপের হাসি হাসলেন ডিমারেস্ট, 'দেখুন এটা খুলে গেলে যে পানির চাপ আসবে ভিতরে, তাতে হয়তো ওসেন-ডিপের দেয়ালগুলো টিকে যাবে, কিন্তু ভিতরের সব কিছু চুরমার হয়ে যাবে, আমাদেরকে মানুষ বলে চেনানোর কোনো উপায় থাকবে না !'

ডিমারেস্ট সাবলীলভাবে সব বলে গেলেন, এটা করার জন্যে তিনি গত কয়েকমাস যাবৎ চর্চা করেছেন চাঁদে।

'তাছাড়া, এখানে তদন্ত করতে এসে ওরা কী করবে ? তারা বড় জোর একটা স্ক্যাফি পাঠাবে ঘুরে টুরে ওসেন-ডিপের দেয়ালে মৃতদের জন্যে ফুলের মালা রেখে যাবে ! আর যদি খুব বেশি কিছু করতেও চায় তাহলে আরকটা ওসেন-ডিপ বানাতে হবে, তা বানাতে যে পরিমাণ টাকার দরকার, পৃথিবীবাসী তা আর দিতে আগ্রহী হবে না ! সব ফান্ড হবে আমাদের !'

'আপনি কী নিশ্চিত আপনি যা করছেন, ঠিক করছেন ? চাঁদের কেউ না কেউ তো এটা বুঝবে, তার বিবেকের তাড়নায় সে সব প্রকাশ করে দেবে !'

'হা হা, নাহ্ মিস্টার বারগেন, আমার-এটা আমার একান্ত পরিকল্পনা, উপরে চাঁদ থেকে আমাকে শুধু আলোচনার জন্যে পাঠান হয়েছে ! তাছাড়া, এই লেজারটা আমার নিজের বানান, উপর থেকে একটাও খোয়া যায়নি, সব কিছুই সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার প্ল্যান করা আছে। যাই হোক সিগন্যাল এসে গেছে, বিদায়ের সময় সমাগত !'

ইউনিটের কন্ট্যাক্টের কাছে চলে আসল ডিমারেস্ট, 'এখন বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ভিতরে পানি, সব হিসাব ঠিক মতো চললে আমি এখন এতে চাপ দিলেই সব শেষ !'

'না এক মিনিট, শুধু এক মিনিট দাঁড়ান !' চিৎকার করে আনাতি, 'আপনি জানেন না যে আপনি কী করছেন, আপনি স্পেস-প্রোগ্রাম ধ্বংস করে দিচ্ছেন ! মহাকাশে, মহাকাশের চেয়েও অন্য কিছু আছে !'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

ডিমারেস্ট ভ্রু কুঁচকালেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন ? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার হাতে সময় নেই, আমি ক্লান্ত, আমি ভীত !'

'দেখুন আপনি পিপিসির মানুষ নন, আমার স্বামীও নন, কিন্তু আমি পিপিসিয়ের ভিতরের মানুষ, আমি মেয়ে বলে হয়তো আপনি আমাকে গনায় ধরেননি, কিন্তু আমি বলছি, আপনি আর বারগেন কেউই ভিতরের খবর জানেন না !'

আনাতি বলে চললেন, 'আপনি কী চান মিস্টার ডিমারেস্ট ? ধরুন আপনি সব টাকা পেয়ে গেলেন, তারপর ? মঙ্গল গ্রহ ? কিছু খরখরে গ্রহাণু ? সব তো শুকন, কালো আকাশের দেশ, হাজার বছর চেষ্টাতেও আমরা যা পাব, তা খুবই সামান্য হবে।

'আমার স্বামীর স্বপ্নও অত আহামরি গোছের কিছু নয়, তিনি চান মানুষের পরবর্তী নিবাস হবে সমুদ্রতল, যা আসলে চাঁদ বা অন্যান্য ছোটো রাজ্যের তুলনায় বড় কিছু হবে না। কিন্তু আমরা পিপিসি আরো বড় কিছু নিয়ে ভাবছি, আরো মহান কিছু, কিন্তু আপনি যদি এই বাটনটিতে চাপ দেন তাহলে মানবতার সেই স্বপ্নের আর কিছুই থাকবে না !'

ডিমারেস্ট আগ্রহী না হতে চাইলেও পারছেন না অনাগ্রহী থাকতে ! তবুও বললেন, 'আপনি কল্পিত কিছু বলে আমাকে সরাতে চাইছেন !'

'না, আমি অতিকল্পনা করছি না। আচ্ছা দেখুননি, কিছু রকেট-শিল্প চাঁদে বসতি স্থাপনায় যথেষ্ট ছিল না, আমাদেরকে জেনেটিক কৌশলের সাহায্য নিতে হয়েছে, যেন সেখানকার মানুষ কম অভিকর্ষে হালকাভাবে চলতে পারে ! আপনিও তো তেমনি সৃষ্টি !'

'তো ?'

'তেমনিভাবে জেনেটিক কৌশলে কি বেশি অভিকর্ষে অভিযোজিত মানুষ বানান সম্ভব নয় ? আপনি বলুন তো সৌর জগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি ?'

'জুপি...'

'হ্যাঁ বৃহস্পতি গ্রহ, সব দিক দিয়ে সব থেকে বড়, বিশাল এক জগৎ !'

'কিন্তু সেখানে বসবাস অসম্ভব !'

'তাই ?' মৃদু হাসলেন আনাতি, 'উড়ার মতো ? আচ্ছা কেন অসম্ভব ? জেনেটিক কৌশলে শক্তিশালী হাড় আর মাংসের মানুষ হবে, যেমনটা চাঁদে শূন্য আর সাগরতলে বৈরী পরিবেশে খাপ খাই আমরা, তারাও জুপিটারে খাপ খেয়ে নেবে !'

'অভিকর্ষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র ?'

'আমাদের শক্তিশালী নিউক্লিয়ার পাওয়ারে চলবে, এখনো ড্রইং বোর্ডে আছে, আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি !'

'কিন্তু আমরা এখনো বাতাসের ঘনত্ব আর চাপ সম্পর্কে জানি না...'

'চাপ, হ্যাঁ বায়ুচাপ, আপনি দেখুন এই ওসেন-ডিপ, কেন এটি আসলে তৈরি হয়েছে বলুন তো ? সাগর নিচে গবেষণার জন্য ? আরে সেটা তো ছোটোখাটো আধুনিক সাবমেরিন কিম্বা স্ক্যাফি করতে পারে ! কেন এত খরচ করে ওই ওসেন-ডিপের নির্মাণ ? আপনি কি দেখছেন না মিস্টার ডিমারেস্ট, ওসেন-ডিপের উদ্দেশ্য আরো বৃহৎ, এই ওসেন-ডিপের সৃষ্টিই হয়েছে জুপিটারে মানব সমাজ বিস্তারের অত্যাধুনিক কৌশল উদ্ভাবনে সাহায্য করতে ! হয়তো আপাত দৃষ্টিতে খুব ক্ষুদ্র পরিসরে, কিন্তু শুরু তো হয়েছে !'

এবার কিছুটা ক্ষোভ নিয়ে বললেন আনাতি, 'ধ্বংস করে দিন এটি, আর সাথে সাথে কবর দিয়ে দিন জুপিটার জয়ের স্বপ্ন ! আর যদি তা না চান, তাহলে আমরা অপেক্ষা করতে পারি সেই সোনালি দিনের, যখন আমার এইভাবে আরো বড় পরিসরে মানবতার বিস্তার দেখতে পাব। আর চাঁদকেও পরিত্যাগ করা হবে না, কারণ দুটোর দরকার আছে আমাদের সবার সেই বড় লক্ষ্যে পৌঁছতে !'

ডিমারেস্ট কিছুক্ষণের জন্য বাটন চাপ দেয়ার কথা ভুলে গেলেন, অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় আমরা তো শুনিনি তেমন কিছু !'

'হয়তো আপনি শুনেননি, কিন্তু চাঁদের অনেকেই জানে, আর তারা যদি আপনার পরিকল্পনার কথা জানত, অবশ্যই আপনাকে বাধা দিত ! আর আমরা এই খবরটা বাইরে সবার কাছে প্রচার করতে পারছি না, আপনি তো জানেন পিপিসিকে জনমতের উপর নির্ভর করতে হয়, যদি জনতা জানে এত টাকা কীভাবে কোন উদ্দেশ্যে খরচ হচ্ছে তাহলে

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

হয়তো অনেক রকম মতামতের জালে আটকে প্রজেক্ট বড় বিশ্ব আটকে যেত।'

'প্রজেক্ট বড় বিশ্ব ?'

'হ্যাঁ গম্ভীরভাবে বললেন আনাতি, 'দেখলেন আমি আপনাকে বলে বেশ বড় রকমের একটা গোপন কথা ফাঁস করে দিলাম, তবে যাই হোক এতে কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমরা সবাই তো মৃত আর সাথে সাথে এই প্রজেক্টেরও ইতি ঘটছে এখনি !'

'দাঁড়ান' বললেন ডিমারেস্ট।

আনাতি বলেই চললেন, 'আপনি যদি এখন মত বদলানও কোনো লাভ হবে না, এটা প্রকাশ পেয়ে গেছে আর তাতে সবসময়ের জন্যে এটা বাতিল হয়ে যাবে, হয়তোবা চাঁদ বা ওসেন-ডিপোরও ইতি ঘটে গেল, তাই আপনি বরং বাটনে চাপ দিন !'

ডিমারেস্ট রেগে গেলেন, 'আমি বলেছি দাঁড়ান, আমি এইসব জানতাম না !' বলে অন্যমনস্কভাবে নিচে তাকালেন।

এই সুযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন বারগেন কিন্তু আনাতি তার জামার হাতা ধরে আটকালেন।

মাত্র দশ সেকেন্ড পার হল, কিন্তু যেন অসীম সময় ধরে তিনি ভাবছিলেন, মাথা তুললেন ডিমারেস্ট, লেজার গানটা এগিয়ে দিলেন, 'নিন, আমাকে তাহলে গ্রেপ্তার করুন !'

'না আপনাকে গ্রেপ্তার করার কারণ দেখাতে গেলে সব খবর বের হয়ে যাবে, আমরা তা হতে দিতে পারি না ! আপনি বরং চাঁদে ফিরে যান আর এই ব্যাপারে একদম চুপ থাকবেন, আজকে যা হয়েছে ভুলে যান সব ! আর আমরা আপনার উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করব।'

বারগেন ম্যানুয়াল কন্ট্রোলের কাছে গেলেন। ওয়াটার ক্ল্যাপ আবার বেরিয়ে গেল বাইরের দরজা দিয়ে।

ঘরের ভেতর শুধু স্বামী আর স্ত্রী। যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিমারেস্টকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হল ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ ছিল তারা। হঠাৎ করে ওয়াটার ক্ল্যাপে সবাই জেগে গিয়েছিল, তাদেরকে কোনো মতে ঘটনা অন্যভাবে বোঝান হয়েছে।

ম্যানুয়াল কন্ট্রোলগুলো বন্ধ করা। বারগেন সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই কন্ট্রোলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে হবে, আর এখন থেকে দর্শনার্থীদেরও খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে ঢোকাতে হবে।'

'আহ জন !' কিছুটা অভিযোগের সুরে বললেন আনাতি, 'মানুষগুলো কীরকম বিপজ্জনকভাবে ক্ষেপা হতে পারে ! কিছুক্ষণ আগেই আমরা মারা যেতে বসেছিলাম, ওসেন-ডিপও শেষ হয়ে যেত ; আমি শুধু ভেবে যাচ্ছিলাম, আমাকে শান্ত থাকতে হবে, আমার গর্ভের সন্তানের কথা চিন্তা করে !'

'তুমি খুব শান্ত ছিলে, এক কথায় অসাধারণ ! কী আকর্ষণীয় একটা চিন্তা ! ভাবাই যায় না প্রজেক্ট বড় বিশ্ব।'

'আমি সত্যি দুঃখিত এমন একটা গল্প ফাঁদতে হয়েছে আমাকে, ডিমারেস্টকে ভুলানোর জন্যে এমন কিছু একটা দরকার ছিল। আসলে সে খুনি ছিল না, তার কথার আলোকে বলতে গেলে, সে ছিল একজন দেশপ্রেমিক, যে ভাবত বড় কিছু বাঁচানোর জন্য ছোট কোনো বলিদান করা যায় ! যা সচরাচর দেখি আমরা, কিন্তু সে যখন বলল যতক্ষণ পানি জমা হচ্ছে আমরা কথা বলতে পারি, আমি ভেবে নিলাম এই সুযোগ, তিনি যেমন মানুষ, হয়তো অজান্তে আমাদের বাঁচার একটা পথ খুলে দিলেন ! যাইহোক জন আমি দুঃখিত তোমাকেও বোকা বানাতে হল !'

'তুমি আমাকে বোকা বানাওনি !'

'বোকা বানাইনি ?'

'না, আর তাছাড়া আমি তো জানতাম তুমি পিপিসির সদস্য নও।'

'হতেও তো পারি, কিন্তু কেন তুমি সেটা ধরে নিলে ? আমি মহিলা বলে ?'

'না তেমন নয়, আনাতি, আসলে আমি পিপিসির সদস্য ! আর এটা একটা গোপন ব্যাপার, তবে যাই বল, তোমার আইডিয়াটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তোমার আপত্তি না থাকলে এটা নিয়ে আমি পিপিসিতে আলোচনা করতে চাই—প্রজেক্ট বড় বিশ্ব !'

banglainternet.com

Waterclap : Isaac Asimov

'আচ্ছা !' কিছুটা চমক আর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বললেন আনাতি, 'হুমম্ মন্দ না, মহিলাদের মাথার একটা সদ্ব্যবহার আছে তাহলে !'

'তা আছে বটে,' হাসলেন বারগেনও, 'আর আমি তা কখনো অস্বীকার করিনি !'

অনুবাদঃ ইনামুল হক মনি

banglainternet.com